কৃষিই সমৃদ্ধি

কৃষি সমাচার

দ্বি-মাসিক অভ্যন্তরীণ মুখপত্র

রেজিঃ নং-ডি এ ১৩ ❑ বর্ষ : ৫৯ ❑ মার্চ-এপ্রিল, ২০২৬ ❑ ১৬ ফাল্গুন-১৭ বৈশাখ, ১৪৩৩ ❑ ১১ রমজান-১২ জিলকদ, ১৪৪৭

টাঙ্গাইলে অনুষ্ঠিত কৃষি মেলায় বিএডিসি'র স্টল

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি)

কৃষি মন্ত্রণালয়

কৃষি সমাচার

দ্বি-মাসিক অভ্যন্তরীণ মুখপত্র

প্রধান উপদেষ্টা
মোঃ আজিজুল ইসলাম
চেয়ারম্যান, বিএডিসি

উপদেষ্টামণ্ডলী
মোঃ ইউসুফ আলী
পরিচালক (সেচ)

মোঃ ওসমান ভুইয়া
পরিচালক (সার ব্যবস্থাপনা)

মোঃ মজিবর রহমান
পরিচালক (বীজ ও উদ্যান)

সৌরেন্দ্র নাথ সাহা
পরিচালক (অর্থ)

আবু জাফর রাশেদ
সচিব

সম্পাদনায়
মোঃ তোফায়েল আহমদ
উপজনসংযোগ কর্মকর্তা

ফটোগ্রাফি
অলি আহমেদ, ক্যামেরাম্যান

প্রকাশক
এস এ এম সাঈব
জনসংযোগ কর্মকর্তা

মুদ্রণে : এম. এ. প্রিন্টিং সলিউশন
১১২/২ ফকিরাপুল, মতিঝিল, ঢাকা-১০০০
মোবাইল : ০১৯৭১৭৮৮৫৩৩

সম্পাদকীয়

মহান আল্লাহ পাক কুরআনুল কারীমের বিভিন্ন সুরার আয়াতে কৃষি ও সেচ ব্যবস্থাপনার উপর বিভিন্ন বিষয়ে ইর্‌শাদ করেছেন। এমনকি মুসলিম শরিফের এক হাদিসেও বর্ণনা রয়েছে যে, জান্নাতবাসী হওয়ার পরও কোন কোন জান্নাতী আল্লাহ তায়ালার কাছে কৃষি কাজের জন্য অনুমতি প্রার্থনা করবে। সুতরাং কৃষি ইহকাল ও পরকালের অবিচ্ছেদ্য অংশ বলে মনে হয়।

কৃষি আমাদের জীবন ও অস্তিত্বের সঙ্গে জড়িয়ে আছে নিবিড়ভাবে। কৃষি ছাড়া আমাদের দেশে কোন কালেই কোন উন্নতি সাধিত হয়নি। কৃষকের ঘাম ও পরিশ্রমের উপর নির্ভর করে আমাদের দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন ও কল্যাণ। আর এই কৃষির যুগোপযোগী উন্নয়নে কাজ করছে বর্তমান সরকার। বর্তমান সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার ও প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী সকল ক্ষেত্রের ন্যায় কৃষি উন্নয়নেও বদ্ধপরিকর।

এরই ধারাবাহিকতায় দক্ষ সেচ ব্যবস্থাপনা গড়ে তুলে টেকসই ফসল উৎপাদন নিশ্চিতকল্পে আগামী পাঁচ বছরে ২০,০০০ কি.মি খাল খনন/পুনঃখননের মহাপরিকল্পনা গ্রহণ করছেন সরকার। বিএডিসি, পাউবো এবং এলজিইডি এর মতো অভিজ্ঞ ও স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠানকে দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে। চলতি ২০২৫-২৬ অর্থ বছরে বিএডিসি'র মাধ্যমে ৪০০০ কি.মি খাল খনন/ পুনঃখননের কাজ পুরোদমে চলমান রয়েছে। গত ১৬ মার্চ ২০২৬ তারিখে দিনাজপুরের কাহারোল উপজেলায় খাল খনন কর্মসূচির উদ্বোধনের মাধ্যমে এই অভিযাত্রা শুরু করছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জনাব তারেক রহমান।

বিএডিসি'র চেয়ারম্যান জনাব মোঃ আজিজুল ইসলাম খাল খননে খালের গভীরতা, টপ টু বোটম অনুসরণযোগ্য সমুদয় বিষয় পরিপূর্ণভাবে প্রতিপালন করে অধিকতর দায়িত্বশীলতা ও জবাবদিহিতার পরিচয় দিয়ে খাল-খনন কর্মসূচিকে সফল করার ক্ষেত্রে উদাত্ত আহ্বান জানান। তিনি খাল পুনঃখননে বিএডিসি'র প্রতি অগাধ আস্থা ও বিশ্বাস রাখায় বর্তমান সরকারকে বিএডিসি'র পক্ষে অকুণ্ঠ ধন্যবাদ ও অভিনন্দন জ্ঞাপন করেছেন।

ভেতরের পাতায় ....

দিনাজপুরে খাল খনন উদ্বোধনকালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী..........৩
কৃষি মেলায় বিএডিসি'র স্টল পরিদর্শন করলেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী..........৫
লালমাই উপজেলার ডাকাতিয়া নদীর শাখা খাল পুনঃখনন কাজের উদ্বোধন করলেন কৃষি মন্ত্রী..........৬
বিএডিসি'র প্রধান কার্যালয়ে সার ব্যবস্থাপনার বিষয়ে আয়োজিত সভায় নির্দেশনা প্রদান করলেন মাননীয় কৃষি মন্ত্রী........৭
নোয়াখালীতে খাল খনন কর্মসূচির শুভ উদ্বোধন..........৮
বোয়ালখালীতে হকখালী খাল খনন কাজের উদ্বোধন: বেদখল খাল উদ্ধার ও পুনঃখননের মধ্যে দিয়ে পানি প্রবাহ স্বাভাবিক করতে হবে......৯
ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় বোয়ালিয়া খাল পুন:খননের কাজ উদ্বোধন করেন মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী..........১০
সকলকে বিএডিসি'র একনিষ্ঠ কর্মী হিসেবে দায়িত্ব পালন করতে হবে -বিএডিসি'র চেয়ারম্যান..........১১
বিএডিসি প্রদত্ত কৃষি সেবা কোনরূপ হয়রানি ছাড়া কৃষকদের নিকট যথাসময়ে পৌঁছে দেয়ার ওপর গুরুত্বারোপ করলেন বিএডিসি'র চেয়ারম্যান......১২
কাশিমপুর উদ্যান উন্নয়ন কেন্দ্রের কার্যক্রম পরিদর্শন করলেন বিএডিসি'র চেয়ারম্যান..........১৩
কৃষি রূপান্তরের কৌশল: বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন-এর ভূমিকা..........১৪
কৃষিতে গবেষণা ক্ষেত্রেও ভূমিকা রাখছে বিএডিসি..........১৫
বীজ উৎপাদনে স্বাবলম্বী হতে চাইছে সরকার..........১৬
জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় মাসের কৃষি..........১৭

যারা যোগায় ক্ষুধার অন্ন
আমরা আছি তাদের জন্য

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, ৪৯-৫১ দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০
ফোন : ২২৩৩৫৭৬৮৫, ই-মেইল : prdbadc@gmail.com , ওয়েবসাইট : www.badc.gov.bd

দিনাজপুরে খাল খনন উদ্বোধনকালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

এমন দেশ গড়তে চাই যেখানে মানুষ নিজের অধিকার নিজেই প্রতিষ্ঠিত করতে পারবে

দিনাজপুরের কাহারোলে খাল খনন কর্মসূচির উদ্বোধন করছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জনাব তারেক রহমান

বাংলাদেশ মূলত একটি কৃষি প্রধান দেশ । কৃষি এ দেশের অর্থনীতির মূলচালিকা শক্তি এবং কৃষিকে বাদ দিয়ে বা অনুপস্থিত রেখে কোন উন্নয়ন টেকসই হয় না। বর্তমান সরকার বিষয়টি গভীরভাবে উপলদ্ধি করে কৃষির উন্নয়নে প্রদত্ত নির্বাচনী ইশতেহার ও প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী পর্যাক্রমে সময়োপযোগী এবং যুগান্তরকারী পদক্ষেপ গ্রহণ করে যাচ্ছেন। এ ক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ হলো দেশব্যাপী খাল খনন কার্যক্রম পুনরায় নতুন উদ্যমে প্রবর্তন করা। ১৯৭৬ সালে দেশে খাল খনন কর্মসূচি শুরু করে ছিলেন শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান। সে সময় দক্ষ সেচ ব্যবস্থাপনা ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ রোধে খাল খনন কার্যক্রম ব্যাপক সাড়া ফেলেছিল। কৃষকরা আজও গভীর শ্রদ্ধার সাথে তাঁর এ অবদানকে মনে রেখেছে। এরই ধারাবাহিকতায় বর্তমান মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী দেশের ৫৩ এলাকায় খাল খনন কর্মসূচি শুরু করেন।

গত ১৬ মার্চ দিনাজপুরে কাহারোল উপজেলার বলরামপুর সাহাপুর এলাকায় ১২.২ কিলোমিটার খাল পুনঃখননের মাধ্যমে এ কর্মসূচি উদ্বোধন করেন। উল্লেখ্য, এ কর্মসূচির আওতায় সারাদেশে আগামী ৫ বছরে ২০ হাজার কিলোমিটার খাল খনন/পুনঃখনন করা হবে। আনুষ্ঠানিক ভাবে উক্ত কর্মসূচি উদ্বোধন করেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। এ সময় তিনি বলেন, সারা দেশে কৃষকদের উপকারে দেশ জুড়ে খাল খনন ও পুনঃখনন করা হবে। এই খাল খনন কর্মসূচির মাধ্যমে এমন বাংলাদেশ গড়ে তুলতে চাই, যে বাংলাদেশে মানুষ তার নিজের অধিকার নিজেই প্রতিষ্ঠিত করতে পারবে। এমন বাংলাদেশ গড়তে চাই যে বাংলাদেশের মানুষ অর্থনৈতিকভাবে এবং রাজনৈতিকভাবে শক্তিশালী অবস্থানে থাকবে। কৃষির উৎপাদন বাড়ানোর গুরুত্বারোপ করে তিনি বলেন, 'বাংলাদেশ বিরাট দেশ। ২০ কোটি মানুষের বসবাস এই দেশে। এত মানুষের জন্য খাবার-দাবার বিদেশ থেকে আনা অসম্ভব। তাই ধান-চালসহ মৌলিক খাবারগুলো এই দেশে উৎপাদন করতে হবে। আমাদের দেশের মাটি উর্বর। শুধু খাল নয়, খালের দুই পাশে হাজার হাজার বৃক্ষরোপণ করা হবে। খালের দুই পাশে চলাচলের জন্য রাস্তা তৈরি করে দেওয়া হবে।'

প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'খালে পানি না থাকায় আমাদেরকে গভীর নলকূপের মাধ্যমে মাটির নিচ থেকে পানি তুলতে হয়। আজ থেকে ১০ বছর পূর্বে যতটুকু গভীরতায় পানি পাওয়া যেত

এখন পানি পেতে আরো বেশি গভীরতা প্রয়োজন হয়। পানি কমে গেলে আমাদের সবাইকে বিপদে পড়তে হবে। এজন্য মাটির ওপরের পানি ধরে রাখার ব্যবস্থা করতে হবে। যাতে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য মাটির গভীরের পানি রেখে দেওয়া যায়। খাল-নদী খনন করে আমাদেরকে সেই পানি ধরে রাখার ব্যবস্থা করতে হবে।' মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান বলেন, 'নির্বাচনী ওয়াদায় আমরা ৪ কোটি পরিবারকে ফ্যামিলি কার্ড পৌঁছে দিতে চেয়েছিলাম। আমরা এরই মধ্যে সেই কাজটি শুরু করেছি। পাইলট প্রকল্পের মাধ্যমে এরই মধ্যে ৩৭ হাজার মা-বোনের কাছে পৌঁছে দিয়েছি। ধীরে ধীরে খুব অল্প সময়ের মধ্যে রংপুর অঞ্চলের সবার কাছে পৌঁছে দেওয়া হবে। একটু সময় লাগছে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, উত্তরাঞ্চল হচ্ছে কৃষি প্রধান এলাকা। এই অঞ্চলের যুবকদের কর্মসংস্থানের জন্য বাংলাদেশে অনেক বড় বড় কোম্পানি আছে যারা কৃষি-সংক্রান্ত দ্রব্য নিয়ে মিল-কারখানা করেছে। আমরা এরই মধ্যে তাদের সঙ্গে কথা বলেছি, এই এলাকায় কী কী কৃষিনির্ভর মিল-কারখানা গড়ে তোলা যায় সে ব্যাপারে, যাতে এখানকার বেকার যুবকদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হয়।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, মানুষের ভাগ্যের পরিবর্তন করাই হচ্ছে বিএনপির রাজনীতি। আমরা এমন কাজ করতে চাই যেখানে প্রত্যেকের আয় দুই-চার বছরে দ্বিগুণ হয়ে যায়। এটাই হচ্ছে বিএনপির রাজনীতি। তিনি বলেন, এই দেশের মানুষই '৭১ সালে যুদ্ধ করে দেশ স্বাধীন করেছিল, ২০২৪ সালে আন্দোলনের মাধ্যমে স্বৈরাচার বিদায় করেছে। এই দেশের মানুষই শহিদ জিয়ার সময়ে খাল খননের মাধ্যমে দেশে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি করে বিদেশে রপ্তানি করেছিল। এই দেশের মানুষই সুন্দর আগামী গড়ে তুলবে। প্রয়োজন শুধু পরিকল্পনা।

তারেক রহমান বলেন, 'আমাদের রাজনীতি হচ্ছে কৃষকের উপকার করা, মা-বোনদেরকে স্বাবলম্বী করে তোলা, আমাদের রাজনীতি হচ্ছে দেশের মানুষের সুচিকিৎসা নিশ্চিত করা, ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে মানুষ করে গড়ে তোলা। মানুষের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা। এই কাজ করতে হলে আমরা একা পারব না। জনগণকে সঙ্গে লাগবে। নির্বাচনের সময় যেমন সমর্থন দিয়েছেন ঠিক সেভাবে এখনো আপনাদের সমর্থন ছাড়া দেশের উন্নয়ন সম্ভব নয়। সেজন্য দেশের মালিক আপনারা জনগণ। মালিক সঙ্গে থাকলে আমরা যে কোনো পরিকল্পনা সফল করতে পারব-ইনশাআল্লাহ।

প্রধানমন্ত্রী আরো বলেন, কৃষক বাঁচলে বাংলাদেশ বাঁচবে, কৃষক ভালো থাকলে বাংলাদেশ ভালো থাকবে। সেজন্যই আমরা বলেছিলাম, আমরা কৃষকের পাশে দাঁড়াতে চাই। এজন্য নির্বাচনের আগে দেওয়া প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী প্রথমেই কৃষকদের ১০ হাজার টাকা কৃষিঋণ সুদসহ মওকুফ করা হয়েছে। তিনি বলেন, 'আমরা এমন একটি দল করি যেই দলের কাজ হচ্ছে সেই কাজগুলো করা যে কাজগুলো করলে মানুষের উপকার হয়। যে কাজগুলো করলে মানুষ খুশি হবে। আমরা চেষ্টা করি সেই কাজগুলো করতে এবং সেই কারণেই আজ আমরা একত্রিত হয়েছি এই সাহাপাড়া খালটি পুনঃখননের কাজ শুরু করেছি। এই খালটি প্রায় ১২ কিলোমিটার লম্বা। যখন সম্পূর্ণভাবে কাজ শেষ করতে পারব তখন ৩১ হাজার কৃষক এখান থেকে পানি নিয়ে ১ হাজার ২০০ হেক্টর জমি সেচ সুবিধার আওতায় আনতে পারবে। সাড়ে ৩ লাখ মানুষ এই খালের পানির সুবিধা পাবে। শুধু তাই নয়, এই এলাকার কৃষক ভাইবোনেরা এখন যা ফসল উৎপাদন করছেন, তার চেয়ে অন্তত ৬০ হাজার মেট্রিক টন ফসল বেশি উৎপাদন হবে।'

নির্বাচনী ইশতেহার অনুযায়ী আগামী পাঁচ বছরে দেশব্যাপী ২০ হাজার কিলোমিটার নদী, খাল, নালা ও জলাধার খনন ও পুনঃখনন করা হবে। বিশেষজ্ঞদের মতে, খাল খনন কর্মসূচির ফলে দেশের সেচব্যবস্থা সম্প্রসারিত হয় এবং কৃষি উৎপাদন বাড়ে। বর্তমান সরকারের নতুন কর্মসূচির লক্ষ্য কৃষি ও সেচব্যবস্থার উন্নয়ন, ভূ-উপরিস্থ পানির পরিমাণ বৃদ্ধি এবং ভূগর্ভস্থ পানির ওপর নির্ভরতা কমানো। এছাড়া এই উদ্যোগ বাস্তবায়িত হলে খরা, বন্যা ও জলাবদ্ধতার সমস্যাও কমবে বলে আশা করা হচ্ছে।

এ কর্মসূচির আওতায় বিএডিসি'র মাধ্যমে (চলমান প্রকল্পের আওতায় খাল খনন/পুনঃখননসহ) আগামী ৫ বছরে সর্বমোট ৯,০০০ কি.মি. খাল পুনঃখনন করা হবে।

তথ্যসূত্র: দৈনিক ইত্তেফাক

কৃষি মন্ত্রণালয়ের দপ্তর/সংস্থার সাথে কৃষি সচিব মহোদয়ের মতবিনিময় সভা

কৃষি মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বিভিন্ন দপ্তর/সংস্থা প্রধানদের সাথে কৃষি সচিবের এক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভায় কৃষি খাতের চলমান কার্যক্রম, ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা এবং কৃষি উন্নয়ন কার্যক্রমকে আরও গতিশীল করার বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়।

সভায় কৃষি সচিব সংশ্লিষ্ট দপ্তর ও সংস্থার কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিত হন এবং কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি, প্রযুক্তি সম্প্রসারণ, কৃষকবান্ধব সেবা জোরদার এবং মাঠপর্যায়ে কার্যক্রম আরও কার্যকরভাবে বাস্তবায়নের ওপর গুরুত্বারোপ করেন। তিনি কৃষি খাতের সার্বিক উন্নয়নে সমন্বিতভাবে কাজ করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে নির্দেশনা প্রদান করেন।

এ সময় কৃষি মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন দপ্তর ও সংস্থার ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারাসহ বিএডিসি'র চেয়ারম্যান জনাব মোঃ আজিজুল ইসলাম উপস্থিত ছিলেন। কর্মকর্তাগণ নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের চলমান কার্যক্রম ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা সম্পর্কে মতামত উপস্থাপন করেন।

সভায় কৃষি খাতের উন্নয়নকে টেকসই ও কার্যকর করার লক্ষ্যে সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়।

কৃষি মেলায় বিএডিসি'র স্টল পরিদর্শন করলেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

বর্তমান সরকার প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী দেশের প্রতিটি অঞ্চলের সব মানুষের জন্য সমতাভিত্তিক সুষম উন্নয়ন নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে দেশের কৃষিক্ষেত্রে পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন ধরনের সময়োপযোগী পদক্ষেপ ও কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে।

এরই ধারাবাহিকতায় ১৪ এপ্রিল ২০২৬ তারিখে টাঙ্গাইলে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জনাব তারেক রহমান 'কৃষক কার্ড' বিতরণ শীর্ষক প্রি পাইলটিং কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন। সে লক্ষ্যে টাঙ্গাইলের পৌর উদ্যানে ১৪-১৫ এপ্রিল দুই দিনব্যাপী কৃষি মেলা ২০২৬ আয়োজন করা হয়। আয়োজিত কৃষি মেলায় বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশনের (বিএডিসি) এর স্টলসহ বিভিন্ন সংস্থার স্টল স্থাপন করা হয়। বিএডিসি'র স্টলটি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘুরে ঘুরে দেখেন। এ সময় তিনি কৃষি উপকরণের বৈচিত্র্যতা, ব্যবহার, প্রযুক্তি সরেজমিনে পর্যবেক্ষণ করেন এবং কৃষি উন্নয়নে বিএডিসি'র প্রযুক্তি ব্যবহারের প্রশংসা করেছেন।

টাঙ্গাইলে কৃষি মেলায় বিএডিসি'র স্টল পরিদর্শন করছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জনাব তারেক রহমান এবং মাননীয় কৃষিমন্ত্রী জনাব মোহাম্মদ আমিন উর রশিদসহ অন্যান্যরা

স্টল স্থাপনের পূর্বে সংস্থার চেয়ারম্যান জনাব মোঃ আজিজুল ইসলাম প্রস্তুতিমূলক সভায় সংশ্লিষ্ট সকলের উপস্থিতিতে আসন্ন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক কৃষক কার্ড বিতরণ প্রকল্পের উদ্বোধন উপলক্ষ্যে টাঙ্গাইলের পৌর উদ্যানে আয়োজিত কর্মসূচিতে সফল হতে চান মর্মে দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। তাঁর এই বক্তব্য উপস্থিত সকলকে উজ্জীবিত করেছে।

সংস্থার চেয়ারম্যানের বক্তব্যে অনুপ্রাণিত ও উজ্জীবিত হয়ে বিএডিসি'র সংশ্লিষ্ট সকল উইংয়ের সমন্বয়ে গঠিত একটি অভিজ্ঞ টিম বিশাল কর্মযজ্ঞ বাস্তবায়ন করেন।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বিএডিসি'র স্টলে দীর্ঘক্ষণ অবস্থান করেন। এ সময় তিনি ঘুরে ঘুরে স্থাপিত সমুদয় প্রর্দশনী পরিদর্শন করেন, দায়িত্বপ্রাপ্ত বিভিন্ন প্রতিনিধির সঙ্গে কথা বলেন। এ ধরনের আয়োজন/কর্মযজ্ঞ বিএডিসি'র জন্য একটি বিশাল অর্জন। এ অর্জনে শুরু হতে বাস্তবায়ন পর্যন্ত সম্পৃক্ত সকল কর্মকর্তার রয়েছে প্রাণান্তকর পরিশ্রম, আন্তরিকতা, নিষ্ঠা এবং উদ্ভাবনমূখী জ্ঞান।

সংস্থার সম্মানিত চেয়ারম্যান জনাব মোঃ আজিজুল ইসলাম এক পোস্টে তিনি এ বিষয়ে সম্পৃক্ত সকলকে অশেষ ধন্যবাদ ও অভিনন্দন জ্ঞাপন করেছেন। চেয়ারম্যান আরো বলেন যে, সংশ্লিষ্ট সকলই সর্বোচ্চটা দিয়ে চেষ্টা করেছেন। আগামী দিনেও কৃষি উন্নয়নে নিজ নিজ অধিক্ষেত্রে প্রত্যেকের সর্বোত্তম পরিকল্পনা ও প্রচেষ্টার মধ্যে দিয়ে বিএডিসি তার কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছবে বলে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি।

টাঙ্গাইলে কৃষি মেলায় বিএডিসি'র স্টল পরিদর্শন করছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জনাব তারেক রহমান এবং মাননীয় কৃষিমন্ত্রী জনাব মোহাম্মদ আমিন উর রশিদসহ অন্যান্যরা

লালমাই উপজেলার ডাকাতিয়া নদীর শাখা খাল পুনঃখনন কাজের উদ্বোধন করলেন কৃষিমন্ত্রী

লালমাই উপজেলার ডাকাতিয়া নদীর শাখা খাল পুনঃখনন কাজের উদ্বোধন করেন মাননীয় কৃষি, খাদ্য, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী জনাব মোহাম্মদ আমিন উর রশিদ

খাল খননে মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে বর্তমান সরকার বদ্ধপরিকর। একযোগে দেশের ৫৩টি জেলায় খাল খনন কর্মসূচির শুরুর অংশ হিসেবে কুমিল্লা জেলার লালমাই উপজেলার ডাকাতিয়া নদীর শাখা খাল পুনঃখনন কাজের উদ্বোধন করলেন মাননীয় কৃষি, খাদ্য, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী মোহাম্মদ আমিন উর রশিদ। গত ১৬ মার্চ ২০২৬ তারিখে বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) এর মাধ্যমে বাস্তবায়নাধীন লালমাই উপজেলার ডাকাতিয়া নদীর শাখা খাল উদ্বোধন করে প্রধান অতিথির বক্তব্যে বলেন, সরকার মানুষের প্রত্যাশা পূরণে কাজ করে যাচ্ছে।

মাননীয় কৃষিমন্ত্রী বলেন, নির্বাচনের আগেই বিএনপি দরিদ্র ও অসহায় নারীদের সহায়তার জন্য ফ্যামিলি কার্ড বিতরণের ঘোষণা দিয়েছিল এবং নির্বাচন শেষে খুব অল্প সময়ের মধ্যেই সেই কার্যক্রম বাস্তবায়ন শুরু হয়েছে। একইভাবে কৃষকদের সহায়তায় কৃষক কার্ড চালু করার প্রস্তুতিও প্রায় সম্পন্ন হয়েছে এবং পহেলা বৈশাখ তা চালু করা হবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

মন্ত্রী বলেন, দেশের প্রায় ৭০ শতাংশ মানুষ কৃষির সঙ্গে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সম্পৃক্ত। কৃষকদের অর্থনৈতিক সক্ষমতা বৃদ্ধি পেলে দেশের সামগ্রিক অর্থনীতি শক্তিশালী হবে। এ লক্ষ্যে সরকার কৃষি ঋণ মওকুফসহ বিভিন্ন সহায়ক উদ্যোগ ইতোমধ্যে নিয়েছে।

মন্ত্রী আরো বলেন, বিএনপি ক্ষমতায় এলে শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান-এঁর সময়ের মতো আবারও খাল খনন কর্মসূচি চালু করার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল। সেই প্রতিশ্রুতির অংশ হিসেবে দেশের বিভিন্ন এলাকায় খাল পুনঃখনন ও সংস্কার কার্যক্রম শুরু হয়েছে। তিনি বলেন, খাল পুনঃখননের মাধ্যমে সেচ সুবিধা বৃদ্ধি, জলাবদ্ধতা দূরীভূত হবে এবং মাছ উৎপাদনের সম্ভাবনাও বাড়বে। পাশাপাশি স্থানীয় জনগণকে সম্পৃক্ত করে স্বেচ্ছাশ্রমের ভিত্তিতেও এসব কার্যক্রম বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

লালমাই উপজেলার ডাকাতিয়া নদীর শাখা খাল পুনঃখনন কাজের উদ্বোধন করেন মাননীয় কৃষিমন্ত্রী জনাব মোহাম্মদ আমিন উর রশিদ

ডাকাতিয়া নদীর শাখা খাল পুনঃখননের কার্যক্রমটি সম্পাদিত হলে লালমাই উপজেলার ৪২টি গ্রামের জলাবদ্ধতা দূর হবে । এতে করে উক্ত অঞ্চলের কৃষকরা দারুণভাবে উপকৃত হবে।

মন্ত্রী বলেন, সরকারের লক্ষ্য হলো কৃষকবান্ধব নীতি গ্রহণের মাধ্যমে দেশের কৃষি খাতকে আরো শক্তিশালী করা এবং গ্রামীণ অর্থনীতিকে টেকসই ভিত্তির ওপর দাঁড় করানো।

তিনি স্থানীয় জনগণকে খাল রক্ষা ও ব্যবস্থাপনায় সক্রিয় ভূমিকা রাখার আহ্বান জানিয়ে বলেন, খালগুলো সচল থাকলে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে, পানি নিষ্কাশন সহজ হবে এবং এলাকার সামগ্রিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত হবে।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কুমিল্লা -১০ (নাঙ্গলকোট ও লালমাই) এর সংসদ সদস্য মোঃ মোবাশ্বের আলম ভূঁইয়া, বিএডিসি'র চেয়ারম্যান জনাব মোঃ আজিজুল ইসলাম। সভাপতিত্ব করেন জেলা প্রশাসক জনাব মু: রেজা হাসান।

উল্লেখ্য বিস্টিং প্রকল্পের আওতায় সর্বমোট ২৬ কিলোমিটার খাল পুনঃখনন করা হবে।

বিএডিসি'র প্রধান কার্যালয়ে সার ব্যবস্থাপনার বিষয়ে আয়োজিত সভায় নির্দেশনা প্রদান করলেন মাননীয় কৃষিমন্ত্রী

দেশের সামগ্রিক উন্নয়নে বদ্ধপরিকর বর্তমান সরকার প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী সকলক্ষেত্রে টেকসই ও সুষম উন্নয়ন নিশ্চিতকরণে পর্যায়ক্রমে পদক্ষেপ গ্রহণ করে যাচ্ছে। দেশের কৃষিখাতও এর ব্যতিক্রম নয়। কৃষি খাতের উন্নয়নে গ্রহণ করা হচ্ছে বিভিন্ন ধরণের কর্মপরিকল্পনা এবং পদক্ষেপ।

আগামী পাঁচ বছরে বর্তমান সরকারের মাধ্যমে ২০,০০০ কি.মি খাল খননের মহাপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। এর মধ্যে চলতি ২০২৫-২০২৬ অর্থ বছরে ৫,০০০ কি.মি খাল খননের কার্যক্রম পুরোদমে চলমান রয়েছে। একইসঙ্গে দেশের প্রান্তিক কৃষকদের নিকট কৃষক কার্ড বিতরণের কাজটিও শুরু হতে যাচ্ছে। এরই অনুবৃত্তিক্রমে কৃষি মন্ত্রণালয়াধীন বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) এর কার্যক্রম আরো সুচারুরূপে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে তদারকি ও গতিশীল করার প্রয়াস হিসেবে কৃষি মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব মোহাম্মদ আমিন উর রশিদ গত ০৬ এপ্রিল ২০২৬ তারিখে কৃষি ভবনে আয়োজিত সভায় বলেন, কৃষি ছাড়া একটি দেশের উন্নয়ন কোনক্রমেই ফলপ্রসূ হতে পারে না।

বিএডিসি'র প্রধান কার্যালয়ের বোর্ড রুমে আয়োজিত সভায় বক্তব্য রাখছেন মাননীয় কৃষিমন্ত্রী মোহাম্মদ আমিন উর রশিদ

কৃষি মূলতঃ একটি জাতির উন্নয়নের ক্ষেত্রে মূল চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করে থাকে। সুতরাং কৃষিকে প্রাধান্য দিয়ে দেশের উন্নয়নের কারিগর কৃষকদের পাশে দাঁড়াতে হবে।

বিশেষ করে এই সংকটময় মুহূর্তে সারের মজুদ বিষয়ে বিভিন্ন ধরনের নির্দেশনা প্রদান করেন। একইসঙ্গে বিদ্যমান পরিবহন ব্যবস্থার পাশাপাশি ব্যয় সাশ্রয় এবং জবাবদিহিতামূলক পরিবহন ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণে রেলওয়ের মাধ্যমে সার পরিবহনের বিষয়ে সম্ভাব্যতা যাচাইয়ে তাঁর কর্মপরিকল্পনার কথা ব্যক্ত করেন।

এ সময় কৃষি মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. রফিকুল ই মোহামেদ, বিএডিসি'র চেয়ারম্যান জনাব মোঃ আজিজুল ইসলামসহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

বিএডিসি'র প্রধান কার্যালয়ের বোর্ড রুমে আয়োজিত সভায় মাননীয় কৃষিমন্ত্রী মোহাম্মদ আমিন উর রশিদকে পাওয়ার পয়েন্টের মাধ্যমে অবহিত করছেন বিএডিসি'র চেয়ারম্যান জনাব মোঃ আজিজুল ইসলাম

নোয়াখালীতে খাল খনন কর্মসূচির শুভ উদ্বোধন

দক্ষ সেচ ব্যবস্থাপনা তৈরি, ভূউপরিস্থ পানির ব্যবহার বৃদ্ধি, সহজলভ্য উপায়ে ক্ষেতে পানি সরবরাহের ক্ষেত্রে খাল পুনঃখনন একটি কার্যকর পন্থা। একইসঙ্গে বন্যা নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রেও এর রয়েছে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা। এরই ধারাবাহিকতায় সরকারের প্রতিশ্রুতি পূরণের অংশ হিসেবে বিএডিসি'র মাধ্যমে বাস্তবায়নাধীন বি-স্টং প্রকল্পের আওতায় নোয়াখালী জেলাস্থ সদর উপজেলার পেটকাটা খাল খনন কর্মসূচির উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রীর জনপ্রশাসন উপদেষ্টা (মন্ত্রী পদমর্যাদা) মোঃ ইসমাইল জবিউল্লাহ।

নোয়াখালী জেলাস্থ সদর উপজেলার পেটকাটা খাল খনন কর্মসূচির উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রীর জনপ্রশাসন উপদেষ্টা (মন্ত্রী পদমর্যাদা) মোঃ ইসমাইল জবিউল্লাহ

৯ কিলোমিটার বিশিষ্ট খালটির পুনঃখননের কাজ পুরোদমে চলমান রয়েছে এবং ইতোমধ্যে প্রায় ৪ কিলোমিটার খাল পুনঃখনন কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

খালটি খনন করা হলে উক্ত এলাকায় প্রায় ৪৫০ হেক্টর জমির উপর সৃষ্ট জলাবদ্ধতা নিরসন হবে।

এছাড়া নোয়াখালীর সুবর্ণ চর উপজেলায় ডিলার খালটি পুনঃখননের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন সংশ্লিষ্ট উপপ্রকল্প পরিচালক জনাব একেএম জাহাঙ্গীর আলম সরকার। তিনি আরো জানান, ৫.৮ কিলোমিটার বিশিষ্ট ডিলার খালটি পুনঃখনন করা হলে; এটি একাধারে পানি নিষ্কাশনে ভূমিকা রাখবে এবং শুকনো মৌসুমে উক্ত খালে বিদ্যমান পানিকে ব্যবহার করে প্রায় ২০০ হেক্টর জমিতে সম্পূরক সেচ প্রদানের বিষয়টি নিশ্চিত হবে।

ফটিকছড়িতে খাল খনন কর্মসূচির উদ্বোধন

চট্টগ্রামের ফটিকছড়িতে মোট ১৬ কিলোমিটার খাল খননসহ দুটি বক্স কালভার্টের উদ্বোধন করা হয়েছে। গত ২৭ মার্চ পৃথক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এসব প্রকল্পের উদ্বোধন করেন চট্টগ্রাম-২ (ফটিকছড়ি) আসনের মাননীয় সংসদ সদস্য জনাব সরোয়ার আলমগীর।

উদ্বোধনকালে সরোয়ার আলমগীর বলেন, খাল খনন কর্মসূচি শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ ছিল, যা কৃষি, বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও পরিবেশ উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। তারই ধারাবাহিকতায় তারেক রহমান প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর সারা দেশে পুনরায় খাল খনন কর্মসূচি শুরু করেছেন।

তিনি বলেন, কৃষি ও কৃষকের উন্নয়নে বর্তমান সরকার কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম বাস্তবায়ন করতে হবে। ফটিকছড়িতে বিএডিসি'র মাধ্যমে সর্বমোট ১৬ কি.মি. খাল খনন/পুনঃখনন করা হবে। খালসমূহ হলো ফটকিছড়ি খাল (১০ কি. মি.) তারাকো ও মরাগজারিয়া খাল (৪ কি. মি.) ও বারোমাসিয়া খাল (২ কি. মি.)।

এ সময় চট্টগ্রাম কক্সবাজার জেলায় ভূউপরিস্থ পানির মাধ্যমে সেচ উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় পূর্ব হাসনাবাদ গাঙেরকুল ব্রীজ সংলগ্ন সোনার খীল সড়কে দুটি বক্স কালভার্ট নির্মাণ কাজেরও উদ্বোধন করা হয়।

বোয়ালখালীতে হকখালী খাল খনন কাজের উদ্বোধন

বেদখল খাল উদ্ধার ও পুনঃখননের মধ্যে দিয়ে পানি প্রবাহ স্বাভাবিক করতে হবে

চট্টগ্রামের বোয়ালখালীতে হকখালী খাল খনন কাজের উদ্বোধন করেন চট্টগ্রাম -৮ আসনের মাননীয় সংসদ সদস্য জনাব এরশাদ উল্লাহ

চট্টগ্রাম ৮ আসনের মাননীয় সংসদ সদস্য জনাব এরশাদ উল্লাহ বলেছেন, বেদখল হওয়া খাল ও ভরাট হয়ে যাওয়া খালগুলো চিহ্নিত করে পুনঃখননের মাধ্যমে পানি প্রবাহ স্বাভাবিক করতে হবে। যাতে ধান উৎপাদন বৃদ্ধি হয়।

শনিবার (১৪ মার্চ) দুপুর ২টায় উপজেলার আমুচিয়া ইউনিয়নের হকখালী খাল খনন কাজের উদ্বোধনকালে তিনি এসব কথা বলেন। কৃষকদের উপকার হয় এমন খাল খননের জন্য চিহ্নিত করতে স্থানীয় প্রশাসনকে নির্দেশনা দিয়ে এসময় তিনি আরও বলেন, এ কর্মসূচি শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান শুরু করেছিলেন। দেশকে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ করতে তাঁরই সুযোগ্য পুত্র মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান পুনরায় বাস্তবায়ন করছেন।

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশনের (বিএডিসি) চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার জেলার ভূ-উপরিস্থ পানি ব্যবহারের মাধ্যমে সেচ উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় উপজেলার করলডেঙ্গা-আমুচিয়ায় তিন কি.মি. হকখালী খাল খনন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

এসময় উপস্থিত ছিলেন, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব মেহেদী হাসান ফারুক, বিএডিসি সেচ প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক জনাব মোঃ নুরুল ইসলাম, স্থানীয় বিএনপির নেতৃবৃন্দসহ বিএডিসি'র কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ প্রমুখ।

প্রকল্পে অনিয়ম-দুর্নীতি হলে কাউকে ছাড় নয়: কৃষিমন্ত্রী

মাননীয় কৃষি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী জনাব মোহাম্মদ আমিন উর রশিদ বলেছেন, জনগণের প্রকৃত কল্যাণকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করতে হবে। প্রকল্প বাস্তবায়নে কোনো ধরনের অনিয়ম - দুর্নীতি হলে কাউকে ছাড় দেয়া হবে না।

গত ৩০ মার্চ ২০২৬ তারিখে সচিবালয়স্থ কৃষি মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) পর্যালোচনা সংক্রান্ত সভায় সভাপতিত্বকালে মন্ত্রী এসব কথা বলেন।

মন্ত্রী বলেন, যে সকল প্রকল্প প্রত্যাশিত সাফল্য অর্জনে ব্যর্থ হয়েছে, সেগুলোর কারণ চিহ্নিত করতে হবে এবং দায়ীদের জবাবদিহিতার আওতায় আনতে হবে।

মন্ত্রী আরও বলেন, ভবিষ্যতে প্রকল্প গ্রহণের ক্ষেত্রে জনকল্যাণকে প্রাধান্য দিয়ে সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে।

কৃষি উৎপাদন টেকসই রাখতে মন্ত্রী জমির উর্বরতা পুনরুদ্ধার এবং মাটির স্বাস্থ্য সুরক্ষার ওপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করে বলেন, অতিরিক্ত সার ব্যবহারের ফলে মাটির অম্লতা স্বাভাবিকের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে, যা মাটির ক্ষতির পাশাপাশি কৃষি উৎপাদন ব্যয়ও বাড়াচ্ছে। মন্ত্রী এ পরিস্থিতি থেকে উত্তরণে মাটির অম্লতা হ্রাসে দ্রুত কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের নির্দেশ দেন।

সভায় জানানো হয়, চলতি অর্থবছরে কৃষি মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির (এডিপি) অগ্রগতি ৪২.১৮

কৃষি মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত এডিপি পর্যালোচনা সংক্রান্ত সভায় সভাপতিত্ব করছেন মাননীয় কৃষিমন্ত্রী জনাব মোহাম্মদ আমিন উর রশিদ

ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় বিএডিসি'র মাধ্যমে বাস্তবায়নাধীন বোয়ালিয়া খাল পুনঃখনন কাজ উদ্বোধন করেন মাননীয় পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী

ব্রাহ্মণবাড়িয়া বিএডিসি'র মাধ্যমে বাস্তবায়নাধীন বোয়ালিয়া খাল পুনঃখননের কাজ উদ্বোধন করেন মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী জনাব মোঃ জোনায়েদ আব্দুর রহিম সাকি এমপি

দেশব্যাপী নদী-নালা, খাল, জলাধারা খনন ও পুনঃখনন কর্মসূচি উদ্বোধন ও বাস্তবায়ন উপলক্ষ্যে ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার বিজয়নগর উপজেলায় বিএডিসি'র মাধ্যমে বাস্তবায়নাধীন বোয়ালিয়া খাল পুনঃখনন এর উদ্বোধন করেন পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ জোনায়েদ আব্দুর রহিম সাকি এমপি। গত ১৬ এপ্রিল ২০২৬ তারিখ Bangladesh Sustainable Recovery, Emergency, Preparedness and Response Project (B-Strong) প্রকল্পের আওতায় এ পুনঃখনন কার্যক্রম সম্পাদন করা হয়।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মাননীয় পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ জোনায়েদ আব্দুর রহিম সাকি বলেন, বর্তমান সরকারের ৩১ দফা নির্বাচনী ইশতেহার এর মধ্যে স্পষ্টভাবে উল্লেখ আছে যে, আমাদের লক্ষ্য হচ্ছে একটা উৎপাদন এবং বিনিয়োগ সম্পন্ন অর্থনীতি গড়ে তোলা। উৎপাদন বাড়াতে হবে বিনিয়োগ বাড়াতে হবে। উৎপাদন ও বিনিয়োগ বাড়লেই কর্মসংস্থান বাড়বে। ১ কোটি কর্মসংস্থান সরকারের অগ্রাধিকার। এটা বাস্তবায়ন করতে হলে বিনিয়োগের কোন বিকল্প নেই। এখানে নদী, নালা, খাল, বিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তিনি বলেন যে, আমরা উন্নতি করব, প্রকৃতিকে ধ্বংস করে নয় বরং প্রাণ, প্রকৃতি রক্ষা করে। আমাদের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে এই পানি ব্যবস্থাপনার সাথে। তিনি সারফেস পানি ব্যবহারের প্রতি গুরুত্বারোপ করেন। জেলা প্রশাসন কর্তৃক প্রস্তুতকৃত প্রায় ৪০০ খাল এর তালিকা প্রস্তুতের জন্য সাধুবাদ জানান। বক্তব্য শেষে তিনি বোয়ালিয়া খাল পুনঃখনন এর শুভ উদ্বোধন করেন।

উক্ত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ব্রাহ্মণবাড়িয়া ৩ আসনের মাননীয় সংসদ সদস্য জনাব খালেদ হোসেন মাহবুব, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-১ আসনের সংসদ সদস্য জনাব এম.এ হান্নান। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ব্রাহ্মণবাড়িয়ার জেলা প্রশাসক জনাব শারমিন আক্তার জাহান। অনুষ্ঠানে স্থানীয় নেতৃত্ববৃন্দসহ বিভিন্ন সংস্থার কর্মকর্তাবৃন্দ, বিএডিসি'র কর্মকর্তাবৃন্দসহ স্থানীয় কৃষকগণ উপস্থিত ছিলেন।

বিএডিসি'র উপপ্রধান প্রকৌশলী (সেচ) জনাব মোঃ ওবায়েদ হোসেন জানান, বর্তমান সরকার নির্বাচনী ইশতেহার অনুযায়ী আগামী ৫ বছরে ২০ হাজার কি.মি. খাল খনন/পূনঃখনন কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। এ কার্যক্রমের অংশ হিসেবে কৃষি মন্ত্রণালয়ের সংস্থা বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) এর মাধ্যমে ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার বিজয়নগর উপজেলায় পত্তন ও চর ইসলামপুর ইউনিয়নের বোয়ালিয়া খাল পুনঃখনন এর উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। উক্ত খালটি ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার বিজয়নগর উপজেলাধীন চর ইসলামপুর ইউনিয়নের চররাজাবাড়ি, হাওয়াইখলা ও পত্তন ইউনিয়নের দৌলতবাড়ী মৌজার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে পারেঙ্গাবাড়ী তিতাস হতে শুরু হয়ে বোয়ালিয়া বিল (তিতাসের শাখা খাল) পতিত হয়েছে। খালের মোট দৈর্ঘ্য ৬.০০ কি.মি.।

গত ২০২১-২২ অর্থ বছরে বিএডিসি বাস্তবায়িত কুমিল্লা-চাঁদপুর-ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা সেচ এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প এর মাধ্যমে তিতাস নদী হতে বোয়ালিয়া ব্রীজ পর্যন্ত ৪.০০ কি.মি. পুনঃখনন করা হয়েছে। চলতি অর্থ বছরে খালের অবশিষ্ট অংশ (বোয়ালিয়া ব্রীজ হতে বোয়ালিয়া বিল- ২.০০ কি. মি. এবং শাখা খাল- ১.৩৮ কি. মি.) ৩.৩৮০ কি. মি খাল পুনঃখনন এর উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। খালটি পুনঃখনন করা হলে প্রাকৃতিক জলাশয় সৃষ্টি হবে এবং খালে সেচযোগ্য ভূ-পরিস্থ পানি সহজলভ্য হবে এবং ভূ-পরিস্থ পানি নির্ভর সেচ ব্যবস্থা নিশ্চিত ও নিষ্কাশন ব্যবস্থা ত্বরান্বিত হবে।

সকলকে বিএডিসি'র একনিষ্ঠ কর্মী হিসেবে দায়িত্ব পালন করতে হবে -বিএডিসি'র চেয়ারম্যান

এপ্রিল মাসের মাসিক সমন্বয় সভায় সভাপতির বক্তব্য রাখছেন বিএডিসি'র চেয়ারম্যান জনাব মোঃ আজিজুল ইসলাম

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) তে চেয়ারম্যান হিসেবে যোগদানের পর থেকেই জনাব মোঃ আজিজুল ইসলাম পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন ধরনের কার্যকর ও সময়োপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণ করে যাচ্ছেন। কৃষি ও কৃষকের উন্নয়নে নিবেদিত সংস্থার কার্যক্রমের উপর অধিকতর স্বচ্ছতা ও গতিশীলতা আনয়নে প্রত্যেকের নিজ নিজ দায়িত্ব আন্তরিকতার সাথে বাস্তবায়নে নির্দেশনা প্রদান করেছেন।

এরই ধারাবাহিকতায় গত ২৬ এপ্রিল ২০২৬ তারিখে কৃষি ভবনস্থ সকল কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে ভবনের সেমিনার হলে এপ্রিল ২০২৬ মাসের সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতটা ব্যাপক পরিসরে মাসিক সমন্বয় সভা আয়োজনের বিষয়টি এই প্রথমবারের মতো পরিলক্ষিত হয়। পূর্বে শুধু বিভাগ ও উইং প্রধানদের নিয়ে এই ধরনের সমন্বয় সভা আয়োজন করা হতো।

সমন্বয় সভায় অংশগ্রহণ করে সভাপতির বক্তব্যে বিএডিসি'র চেয়ারম্যান বলেন, দায়িত্বপালনে আমাদেরকে আচরণ বিধিমালা, আর্থিক বিধিমালাসহ সংশ্লিষ্ট সকল ধরনের নিয়ম শৃঙ্খলা জানতে ও অনুসরণ করতে হবে। এক্ষেত্রে তিনি কর্মকর্তাদের আরো কার্যকরভাবে প্রশিক্ষণ প্রদানের উপর গুরুত্বারোপ করেন। নথি উপস্থাপনের ক্ষেত্রে আমাদেরকে সচিবালয় নির্দেশিকা ২০২৪ পরিপূর্ণভাবে অনুসরণ করতে হবে এবং স্ব স্ব পদ অনুযায়ী নথি উপস্থাপনে আরো দায়িত্বশীল হতে হবে।

মাসিক সমন্বয় সভায় অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তাবৃন্দের একাংশ

চেয়ারম্যান আরো বলেন, যে কোন প্রতিষ্ঠানের সাফল্য শুধু কর্তৃপক্ষের উপর নির্ভর করে না। এটা একটি টিমওয়ার্ক তথা সমন্বিত প্রচেষ্টা। আমরা দিন-রাত ২৪ ঘন্টা প্রজাতন্ত্রের কর্মচারী। আমাদের দায়িত্ব শুধু নির্ধারিত অফিস সময়সীমার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। সরকারি প্রয়োজনে যে কোন ক্ষণে, যে কোন মুহূর্তে দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে নিয়োজিত থাকতে হবে। সরকারের পলিসি বাস্তবায়নপূর্বক আইনানুগ সেবা জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতে হবে। সকলকে বিএডিসি'র একনিষ্ঠ কর্মী হিসেবে দায়িত্ব পালন করতে হবে।

বিএডিসি'র সুনাম ও মর্যাদা সমন্বিত রাখার দায়িত্ব সকলের। সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে বিএডিসিকে ইনোভেটিভ কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। কেননা গতানুগতিক কাজ করে বিএডিসি'র ম্যান্ডেট অর্জন করাসহ কার্যকর সংস্থায় পরিণত হতে পারবে না। এক্ষেত্রে সংস্থার থাকতে হবে একটি সুনির্দিষ্ট ও সুদূরপ্রসারী কর্মপরিকল্পনা।

তিনি বলেন, বর্তমান সময়ে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও সংবেদনশীল কৃষি উপকরণ হলো সার। কৃষক পর্যায়ে এই সারের চাহিদার পরিমাণ আরো সুনির্দিষ্টভাবে নির্ধারণ করতে হবে। আমরা শুধু ডিলাদের নিকট সার সরবরাহের দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছি। ডিলারদের নিকট হতে প্রকৃত কৃষকরা সঠিকভাবে সার পাচ্ছে কিনা সে বিষয়টি নিশ্চিত করাসহ সামগ্রিক সার ব্যবস্থাপনায় আমাদের কার্যক্রমের পরিধি আরো বাড়াতে হবে এবং অংশগ্রহণের পরিধি আরো সম্প্রসারণ করতে হবে।

বর্তমান সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার ও প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী গতানুগতিক কাজের বাইরে গিয়ে কৃষি উন্নয়নে উদ্ভাবনমুখী ও যুগোপযোগী কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। এতে করে সরকারের নিকট বিএডিসি'র গ্রহণযোগ্যতা আরো বাড়বে এবং বিএডিসি হয়ে উঠবে একটি অনন্য ও অত্যাবশ্যকীয় সংস্থা। এক্ষেত্রে চেয়ারম্যান উপস্থিত সকলকে সকল ধরনের বিধিমালা ও নিয়মনীতি অনুসরণ করে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও দায়িত্বশীলতার পরিচয় দিয়ে বিএডিসিকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য উদাত্ত আহ্বান জানান।

বিএডিসি প্রদত্ত কৃষি সেবা কোনরূপ হয়রানি ছাড়া কৃষকদের নিকট যথাসময়ে পৌঁছে দেয়ার ওপর গুরুত্বারোপ করলেন বিএডিসি'র চেয়ারম্যান

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) এর কার্যক্রমসমূহের ওপর অধিকতর স্বচ্ছতা ও গতিশীলতা আনয়ন, জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ এবং বিএডিসি প্রদত্ত সেবা কৃষকদের নিকট যথাসময়ে পৌঁছে দেয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নিয়মিতভাবে মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম পরিদর্শন করে যাচ্ছেন বিএডিসি'র চেয়ারম্যান জনাব মোঃ আজিজুল ইসলাম।

টাঙ্গাইলের মধুপুরে বিএডিসি'র বীজ উৎপাদন খামারে উৎপাদিত ভুট্টাবীজ পর্যবেক্ষণ করছেন সংস্থার চেয়ারম্যান জনাব মোঃ আজিজুল ইসলাম

এরই ধারাবাহিকতায়, গত ৩১ মার্চ তিনি টাঙ্গাইলের মধুপুর বীজ উৎপাদন খামারে উৎপাদিত বিভিন্ন ফসলের মাঠ নিবিড়ভাবে পরিদর্শন করেন এবং গমবীজ ফসলের গ্রো-আউট টেস্ট মূল্যায়ন কর্মসূচিতে প্রধান অতিথি হিসেবে অংশগ্রহণ করে তিনি বলেন, বিএডিসির বীজ সারাদেশের কৃষকদের নিকট অত্যান্ত সমাদৃত। সুতরাং সংস্থার মাধ্যমে উৎপাদিত সমুদয় ফসলের বীজ উৎপাদনের মান, উৎকর্ষ বৃদ্ধিকল্পে আরো উদ্যোগী ও তৎপর হতে হবে। অধিক ফসল উৎপাদনে বীজের বিশুদ্ধতা বাড়ানোর কোনই বিকল্প নেই।

টাঙ্গাইলের মধুপুরে গমবীজ ফসলের গ্রো-আউট টেস্ট মূল্যায়ন মাঠ দিবস-২০২৬ উপলক্ষ্যে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন বিএডিসি'র চেয়ারম্যান জনাব মোঃ আজিজুল ইসলাম

পরবর্তীতে মধুপুর প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট কর্তৃক আয়োজিত এক প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে অংশ নিয়ে প্রধান অতিথির বক্তব্যে বলেন, সকল ধরনের কার্যক্রমে আর্থিক বিধি-বিধান এবং পিপিআর- ২০২৫ পরিপূর্ণভাবে অনুসরণ করতে হবে। এর ব্যত্যয় ঘটিয়ে কোন কার্যক্রম সম্পাদিত হলে এর দায়ভার সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার উপর বর্তাবে। একইসঙ্গে তিনি বর্তমান সরকার গৃহীত নীতি-পলিসি এবং প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন করে কৃষকদের নিকট বিএডিসি প্রদত্ত সেবা পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে অধিকতর দায়িত্বশীলতার পরিচয় দিয়ে কর্মসম্পাদনের জন্যও বিশেষভাবে গুরুত্বারোপ করেন।

কাশিমপুর উদ্যান উন্নয়ন কেন্দ্রের কার্যক্রম পরিদর্শন করলেন বিএডিসি'র চেয়ারম্যান

কৃষি উপকরণের অত্যাবশকীয় উপকরণ:-মানসম্পন্ন বীজ, নন-ইউরিয়া সার এবং সেচ সুবিধাদি কৃষকের কাছে সরবরাহ করাকেই আমরা মোটা দাগে অর্থাৎ এক অর্থে বিএডিসি'র কার্যক্রম হিসেবে হরহামেশাই উল্লেখ করে থাকি।

কিন্তু গতানুগতিক/সচরাচর গন্ডির বাইরে গিয়েও সংস্থাটি ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। আর সেটি হলো দেশের জনগণের পুষ্টি নিরাপত্তায় ভূমিকা পালন করা। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে সংস্থাটির রয়েছে ১০টি উদ্যান উন্নয়ন কেন্দ্র এবং ১৪টি এগ্রো সার্ভিস সেন্টার। উদ্যান উন্নয়ন কেন্দ্র এবং এএসসিতে সুনিবিড় পরিচর্যায় উৎপাদন করা হয় বিভিন্ন জাতের শাক-সবজি, ফলমূলের চারা ও গুটি কলম। রয়েছে দেশি-বিদেশি বিভিন্ন বিচিত্র ফল গাছের বাগান। ক্রেতা/উদ্যোক্তারা তাদের পছন্দ অনুযায়ী ফলমূল, শাক-সবজিসহ ঔষধি গাছ সাশ্রয়ী মূল্যে ক্রয় করে থাকেন। এর মধ্যে সবচেয়ে দৃষ্টিনন্দন সমৃদ্ধ ও বৈচিত্র্যময় উদ্যান উন্নয়ন কেন্দ্র হলো: গাজীপুরস্থ কাশিমপুর উদ্যান উন্নয়ন কেন্দ্র। এর আয়তন প্রায় ১০০ একর। এর সৌন্দর্য এতই মনোরম ও স্নিগ্ধ যে, প্রতিনিয়ত দর্শনার্থীরাসহ বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও সংস্থার প্রতিনিধিগণ পরিদর্শন/ভ্রমণে করে থাকেন। এর ধারাবহিকতায় কাশিমপুর উদ্যান উন্নয়ন কেন্দ্রের কার্যক্রম সংস্থার চেয়ারম্যান জনাব মোঃ আজিজুল ইসলাম গত ৩০ মার্চ ২০২৬ তারিখে পরিদর্শন করেন।

উদ্যান উন্নয়ন কেন্দ্র পরিদর্শন শেষে গাছের চারা রোপণ করছেন বিএডিসি'র চেয়ারম্যান জনাব মোঃ আজিজুল ইসলাম

পরিদর্শনকালে তিনি খামারে চলমান কার্যক্রম যেমন: হাইব্রিড টমেটো বীজ, হাইব্রিড মিষ্টি কুমড়া, গজ করলা ইত্যাদি ফসলের বীজ উৎপাদন মাঠ ঘুরে দেখেন। উল্লেখ্য, চলমান উৎপাদন মৌসুমে ৪.০০ একর হাইব্রিড টমেটো, ৪.৫০ একর হাইব্রিড মিষ্টি কুমড়া এবং ১.৫০ একর জমিতে গজ করলাসহ অন্যান্য সবজি বীজ ও উদ্যান জাতীয় ফসলের উৎপাদন কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

উদ্যান উন্নয়ন কেন্দ্রে বিএডিসি'র চেয়ারম্যান কর্তৃক রোপণকৃত পার্সিমন গাছের চারা

এরপর তিনি কাশিমপুর উদ্যান উন্নয়ন কেন্দ্রে বিদ্যমান জার্মপ্লাজম সেন্টার এবং জার্মপ্লাজম সেন্টারে ট্রায়ালাধীন বিভিন্ন জাতের উদ্যান জাতীয় ফসলের গবেষণা কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে তিনি বলেন যে, প্রতি বছর উদ্যান উন্নয়ন কেন্দ্রের জন্য নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সমুদয় পদক্ষেপ গ্রহণ করার পাশাপাশি উদ্ভাবিত উদ্যান জাতীয় ফসলের জাতসমূহ কৃষকদের দোরগোড়ায় যথাসময়ে পৌছে দেয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে। এ সময় তিনি উদ্যান উন্নয়ন কেন্দ্রে পার্সিমন ফলের চারাও রোপণ করেন। এরপর তিনি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সাথে এক আলোচনায় অংশ নিয়ে বর্তমান সরকার গৃহীত নীতি-পলিসি এবং প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন করে কৃষকদের নিকট বিএডিসি প্রদত্ত সেবা পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে অধিকতর দায়িত্বশীলতার পরিচয় দিয়ে কর্মসম্পাদনের জন্যও বিশেষভাবে গুরুত্বারোপ করেন।

পরিদর্শনকালে মহাব্যবস্থাপক (উদ্যান), কাশিমপুর উদ্যান উন্নয়ন কেন্দ্রের যুগ্মপরিচালকসহ অন্যান্য কর্মকর্তা-কর্মচারীরা উপস্থিত ছিলেন।

কৃষি রূপান্তরের কৌশল: বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন-এর ভূমিকা

বাংলাদেশের কৃষি খাতের বর্তমান রূপান্তর প্রক্রিয়ায় বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) একটি কার্যকর রাষ্ট্রায়ত্ত অবকাঠামোগত প্ল্যাটফর্ম হিসেবে কাজ করছে, যেখানে উৎপাদন, উপকরণ সরবরাহ এবং সেচ ব্যবস্থাপনার মধ্যে একটি কার্যকর সমন্বয় গড়ে তোলার প্রচেষ্টা দৃশ্যমান। এই প্রেক্ষাপটে চেয়ারম্যান মোঃ আজিজুল ইসলামের নেতৃত্বকে শুধু প্রশাসনিক দায়িত্ব পালনের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে একটি নীতিনির্ধারণী ও বাস্তবায়নমুখী রূপান্তরের অংশ হিসেবে মূল্যায়ন করা প্রয়োজন।

বিএডিসির কার্যক্রম বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, বীজ ব্যবস্থাপনাকে একটি কৌশলগত উৎপাদন উপাদান হিসেবে বিবেচনা করে প্রতিষ্ঠানটি কাজ করছে। উচ্চ ফলনশীল (HYV) বীজ উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ এবং কৃষকের কাছে সরবরাহ এই চারটি ধাপকে একীভূত করে একটি ভ্যালু চেইন তৈরি করা হয়েছে। এখানে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, বীজের গুণগত মান নিয়ন্ত্রণ এবং সময়োপযোগী বিতরণ নিশ্চিত করা। কৃষি উৎপাদনের স্থিতিশীলতা অনেকাংশেই নির্ভর করে এই সরবরাহ শৃঙ্খলের দক্ষতার উপর। ফলে বিএডিসি'র বীজ কার্যক্রমকে শুধুমাত্র একটি উৎপাদন উদ্যোগ নয়, বরং খাদ্য নিরাপত্তার ভিত্তিগত অবকাঠামো হিসেবে দেখা যায়।

সার ব্যবস্থাপনায় বিএডিসি'র ভূমিকা বিশ্লেষণ করলে একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক স্পষ্ট হয় সরবরাহ ব্যবস্থার স্থিতিশীলতা। আন্তর্জাতিক বাজারে সারের দামের ওঠানামা এবং আমদানিনির্ভরতা থাকা সত্ত্বেও দেশে সারের কোনো ঘাটতি নেই বলে যে বার্তা দেওয়া হয়েছে, তা মূলত একটি সমন্বিত লজিস্টিক ব্যবস্থাপনার প্রতিফলন। সংগ্রহ, সংরক্ষণ, পরিবহন এবং বিতরণ এই চারটি স্তরে পরিকল্পিত ব্যবস্থাপনা ছাড়া এমন স্থিতিশীলতা অর্জন সম্ভব নয়। এখানে চেয়ারম্যানের ভূমিকা হচ্ছে নীতিগত সমন্বয় এবং তদারকি নিশ্চিত করা, যাতে কোনো স্তরে বিঘ্ন না ঘটে। এর মাধ্যমে কৃষকের উৎপাদন পরিকল্পনায় অনিশ্চয়তা কমে আসে, যা সামগ্রিক উৎপাদন বৃদ্ধিতে ইতিবাচক প্রভাব ফেলে।

সেচ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে বিএডিসি'র কার্যক্রম একটি বৃহত্তর জলসম্পদ ব্যবস্থাপনার অংশ হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। ভূগর্ভস্থ পানির উপর অতিনির্ভরতা দীর্ঘমেয়াদে পরিবেশগত ঝুঁকি তৈরি করছে। এই প্রেক্ষাপটে খাল খনন ও পুনঃখনন কর্মসূচি একটি বিকল্প ও টেকসই পানি ব্যবস্থাপনার পথ নির্দেশ করে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ঘোষিত ২০ হাজার কিলোমিটার খাল খনন কর্মসূচির মধ্যে বিএডিসি'র ৯ হাজার কিলোমিটার বাস্তবায়নের দায়িত্ব গ্রহণ একটি বড় প্রশাসনিক ও কারিগরি চ্যালেঞ্জ।

এই প্রকল্পের বিশ্লেষণে দেখা যায়, এটি শুধুমাত্র সেচ সুবিধা বৃদ্ধি নয়; বরং একটি বহুমাত্রিক প্রভাব সৃষ্টি করবে। প্রথমত, বর্ষার পানি সংরক্ষণ এবং শুকনো মৌসুমে তা ব্যবহার করার সুযোগ তৈরি হবে। দ্বিতীয়ত, জলাবদ্ধতা হ্রাস পাবে, যা কৃষি জমির ব্যবহারযোগ্যতা বাড়াবে। তৃতীয়ত, ভূগর্ভস্থ পানির উপর চাপ কমবে, যা পরিবেশগত ভারসাম্য রক্ষায় সহায়ক। ইতোমধ্যে পূর্ব ও পশ্চিমাঞ্চলে ৬ হাজার কিলোমিটার খাল খননের উদ্যোগ গ্রহণ এই বৃহৎ পরিকল্পনার একটি প্রাথমিক বাস্তবায়ন ধাপ হিসেবে বিবেচিত হতে পারে।

প্রশাসনিক কাঠামোর দিক থেকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, মোঃ আজিজুল ইসলাম প্রকল্পভিত্তিক ব্যবস্থাপনায় জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। প্রকল্প পরিচালকদের সাথে সরাসরি সভা করে সততা ও স্বচ্ছতার ওপর জোর দেওয়া একটি প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার প্রচেষ্টা হিসেবে দেখা যেতে পারে। বাংলাদেশের সরকারি প্রকল্প বাস্তবায়নে দীর্ঘদিন ধরে যে অনিয়ম ও বিলম্বের অভিযোগ রয়েছে, তা নিরসনে এই ধরনের কঠোর অবস্থান একটি ইতিবাচক সংকেত প্রদান করে।

এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে "গভর্নেন্স" বা সুশাসনের প্রশ্ন। উন্নয়ন প্রকল্পের সফলতা শুধু অর্থ বরাদ্দ বা পরিকল্পনার উপর নির্ভর করে না; বরং এর বাস্তবায়ন কাঠামো কতটা কার্যকর এবং জবাবদিহিমূলক তার উপর নির্ভর করে। চেয়ারম্যানের পক্ষ থেকে দুর্নীতির বিরুদ্ধে শূন্য সহনশীলতার নীতি গ্রহণ এই কাঠামোকে শক্তিশালী করতে পারে।

বিএডিসিকে একটি "ইন্টিগ্রেটেড এগ্রিকালচারাল ম্যানেজমেন্ট ইনস্টিটিউশন" হিসেবে বিবেচনা করলে দেখা যায়, এটি কৃষির তিনটি মূল উপাদান বীজ, সার এবং পানি এই তিন ক্ষেত্রেই সরাসরি ভূমিকা রাখছে। এই তিনটি উপাদানের সমন্বয় ছাড়া কৃষি উৎপাদনে টেকসই উন্নয়ন সম্ভব নয়। ফলে বিএডিসি'র কার্যক্রমকে খণ্ডিতভাবে নয়, বরং একটি সমন্বিত কৃষি উন্নয়ন কাঠামোর অংশ হিসেবে বিশ্লেষণ করা জরুরি।

চেয়ারম্যান মোঃ আজিজুল ইসলামের নেতৃত্বে এই সমন্বিত কাঠামোকে কার্যকর করার প্রচেষ্টা দৃশ্যমান। তবে এর দীর্ঘমেয়াদি সফলতা নির্ভর করবে পরিকল্পনার ধারাবাহিকতা, প্রকল্প বাস্তবায়নের গতি এবং মাঠপর্যায়ে এর কার্যকারিতার উপর। বিশেষ করে খাল খনন কর্মসূচির মতো বৃহৎ উদ্যোগ বাস্তবায়নে আন্তঃমন্ত্রণালয় সমন্বয়, স্থানীয় অংশগ্রহণ এবং প্রযুক্তিগত দক্ষতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে।

সংকলিত : দৈনিক সকাল বেলা
৫ এপ্রিল ২০২৬

কৃষিতে গবেষণা ক্ষেত্রেও ভূমিকা রাখছে বিএডিসি

ড. মোঃ নাজমুল ইসলাম, প্রধান সমন্বয়কারী, গবেষণা সেল, বিএডিসি

কৃষিই আমাদের দেশের অর্থনীতির প্রাণ। খাদ্য নিরাপত্তা, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, গ্রামীণ উন্নয়ন এবং দারিদ্র্য বিমোচনে কৃষি খাতের অবদান অপরিসীম। বাংলাদেশের সামগ্রিক উন্নয়ন কাঠামোতে কৃষির ভূমিকা এতটাই গুরুত্বপূর্ণ যে, এই খাতের স্থিতিশীলতা ছাড়া টেকসই অর্থনৈতিক অগ্রগতি কল্পনাও করা যায় না। স্বাধীনতার পর থেকে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির ধারাবাহিকতায় দেশ আজ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতার পথে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে, যার পেছনে প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তা ও পরিকল্পিত কৃষি ব্যবস্থাপনার অবদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

এই প্রেক্ষাপটে কৃষকদের নিকট কৃষির মৌলিক উপকরণ সহজলভ্য করা এবং উৎপাদন ব্যবস্থাকে আধুনিক ও কার্যকর করার লক্ষ্যে ১৯৬১ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি)। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে কৃষি মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে সংস্থাটি মানসম্পন্ন বীজ উৎপাদন ও বিতরণ, সুষম নন-ইউরিয়া সার সরবরাহ, সেচ সুবিধা সম্প্রসারণ এবং কৃষি প্রযুক্তি সম্প্রসারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বিএডিসি কৃষকদের নিকট একটি নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, যা উৎপাদন বৃদ্ধির পাশাপাশি কৃষি ব্যবস্থাপনার মানোন্নয়নেও অবদান রাখছে।

ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা, জলবায়ু পরিবর্তন এবং আবাদযোগ্য জমির সীমাবদ্ধতা বাংলাদেশের কৃষিকে নতুন চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি করেছে। এই বাস্তবতায় কৃষিকে টেকসই ও বাণিজ্যিক ভিত্তিতে রূপান্তরের লক্ষ্যে বিএডিসি তার কার্যক্রমে ব্যাপকতা ও বৈচিত্র্য এনেছে। উন্নত প্রযুক্তি, উন্নত জাতের বীজ, সেচ ব্যবস্থার আধুনিকীকরণ এবং গবেষণা কার্যক্রম সম্প্রসারণের মাধ্যমে সংস্থাটি কৃষির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতে নিরবচ্ছিন্নভাবে কাজ করছে।

বিএডিসি আইন ২০১৮ অনুযায়ী সংস্থাটির গবেষণা সেলের মাধ্যমে প্রায়োগিক গবেষণা কার্যক্রম জোরদার করা হয়েছে। এর ফলস্বরূপ ২০২১-২২ অর্থবছর থেকে অদ্যাবধি আলু, আম, পেঁয়াজ, মাল্টা, পেঁপে, আনারস, ভুট্টা, টমেটো, চেরি, সফেদা, জামসহ বিভিন্ন ফসলের মোট ৪৪টি উচ্চ ফলনশীল ও বাণিজ্যিক সম্ভাবনাময় জাত নিবন্ধিত হয়েছে। এসব জাত উচ্চ উৎপাদনশীলতা, রোগ সহনশীলতা এবং বাজারযোগ্যতার কারণে কৃষক পর্যায়ে ব্যাপক সাড়া ফেলেছে। তবে এসব জাতের বৈশিষ্ট্য, ফলনক্ষমতা এবং চাষাবাদ পদ্ধতি সম্পর্কে মাঠ পর্যায়ে আরও বিস্তৃত প্রচার ও প্রশিক্ষণের প্রয়োজন রয়েছে, যাতে কৃষকেরা সর্বোচ্চ সুবিধা গ্রহণ করতে পারেন।

বিএডিসি শুধু উৎপাদন উপকরণ সরবরাহেই সীমাবদ্ধ নয়; বরং গবেষণা ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতার মাধ্যমেও কৃষি উন্নয়নে ভূমিকা রাখছে। সংস্থাটির গবেষণা কার্যক্রমকে আরও গতিশীল ও আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন করার লক্ষ্যে International Rice Research Institute (IRRI)-এর সাথে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করা হয়েছে। এই সহযোগিতার মাধ্যমে উন্নত ধান প্রযুক্তি, জলবায়ু সহনশীল জাত এবং গবেষণা সক্ষমতা বৃদ্ধির নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়েছে। পাশাপাশি দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে গবেষণা ও প্রযুক্তি বিনিময়ের জন্য সমঝোতা কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

সব মিলিয়ে বিএডিসি বাংলাদেশের কৃষি উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় একটি অগ্রগণ্য প্রতিষ্ঠান হিসেবে ভূমিকা পালন করছে। কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি, প্রযুক্তি সম্প্রসারণ, গবেষণা উন্নয়ন এবং কৃষকের সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে সংস্থাটি দেশের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ এবং টেকসই কৃষি ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে। ভবিষ্যতে আধুনিক প্রযুক্তি ও গবেষণাভিত্তিক উদ্যোগের মাধ্যমে বিএডিসি দেশের কৃষিকে আরও প্রতিযোগিতামূলক ও টেকসই পর্যায়ে উন্নীত করবে এমন প্রত্যাশাই সবার।

বিএডিসি আলু-১ (সানসাইন) | বিএডিসি আম-১ | বিএডিসি চেরি টমেটো-১ | বিএডিসি মাল্টা-৩

বীজ উৎপাদনে স্বাবলম্বী হতে চাইছে সরকার

- আউশ ধান ও পাটবীজ উৎপাদন বাড়াচ্ছে বিএডিসি
- কৃষি উৎপাদনের ভারসাম্য রক্ষায় গমের আবাদ বাড়ানো হবে

দেশের কৃষি খাতে টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করতে এবং খাদ্য নিরাপত্তা বলয় আরো শক্তিশালী করতে বীজ উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছে সরকার। বিশেষ করে পাট ও ধানের উন্নত জাতের বীজের অভ্যন্তরীণ উৎপাদন বাড়িয়ে আমদানিনির্ভরতা শূন্যে নামিয়ে আনার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।

কৃষি মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, দেশে বীজ উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা আরো শক্তিশালী করতে নতুন উৎপাদন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। প্রধান বীজতত্ত্ববিদ ড. মো. আকতার হোসেন খান জানান, আসন্ন ২০২৬-২৭ উৎপাদন মৌসুমে বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন করপোরেশন (বিএডিসি) ছয় হাজার ২০০ মেট্রিক টন আউশ ধানবীজ এবং দুই হাজার ১০ মেট্রিক টন পাটবীজ উৎপাদন করবে। একই সঙ্গে পাটবীজ উৎপাদন ও বিপণন অব্যাহত রাখতে সরকারের পক্ষ থেকে ভর্তুকি সহায়তা দেওয়া হবে। কৃষি মন্ত্রণালয়ের সচিবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত বীজ প্রমোশন কমিটির সভায় এসব সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। সংশ্লিষ্ট সূত্রে এই তথ্য জানা গেছে।

সূত্র জানিয়েছে, ২০২৫-২৬ উৎপাদন মৌসুমে বিএডিসি শ্রেণি ও জাতভিত্তিক মোট ৫৪ হাজার ৫৯৬.৯ মেট্রিক টন বোরো ধানের বীজ উৎপাদনের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিল।

তবে বর্তমান পর্যন্ত প্রায় ৫২ হাজার মেট্রিক টন বোরো ধানের বীজ উৎপাদন কার্যক্রম চলমান। একই সঙ্গে ১৫ হাজার ১০২ মেট্রিক টন গমের বীজ এবং ২৫.৫০ মেট্রিক টন ভুট্টার বীজ উৎপাদন কার্যক্রমও চলছে। অন্যদিকে বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিএমডিএ) চলতি মৌসুমে ২৭০ মেট্রিক টন বোরো ধানের বীজ এবং ৮০ মেট্রিক টন গমের বীজ উৎপাদনের উদ্যোগ নিয়েছে, যার বাস্তবায়ন কার্যক্রমও চলছে।

একই সঙ্গে কৃষি উৎপাদনের ভারসাম্য রক্ষায় ভুট্টা চাষ কিছুটা কমিয়ে গমের আবাদ বাড়ানোর দিকেও গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে।

কৃষি বিশেষজ্ঞরা বলছেন, ভুট্টা চাষে সেচ ও সারের ব্যবহার অনেক বেশি হয়, যা দীর্ঘ মেয়াদে মাটির পুষ্টিগুণে প্রভাব ফেলতে পারে। অন্যদিকে গমের চাষে তুলনামূলক কম সেচ লাগে এবং এটি রবি মৌসুমের একটি আদর্শ ফসল। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের তথ্য মতে, ভুট্টার উচ্চ ফলনশীল জাতের সহজলভ্যতা

কৃষকদের উৎসাহিত করলেও গমের আধুনিক জাতের প্রসারে কিছুটা ধীরগতি লক্ষ্য করা গেছে।

পাটবীজ উৎপাদনে ভর্তুকি : বীজ প্রমোশন কমিটির সভায় পাটবীজ উৎপাদন বাড়ানোর বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। বিএডিসি'র কর্মকর্তারা জানান, বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটির পাটবীজ উৎপাদন সক্ষমতা প্রায় দুই হাজার ১০ মেট্রিক টন।

তবে ভবিষ্যতে এই সক্ষমতা ধাপে ধাপে বাড়ানোর পরিকল্পনা রয়েছে। নতুন সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, উৎপাদিত পাট বীজের মধ্যে ২৫০ মেট্রিক টন পাট অধিদপ্তরকে দেওয়া হবে। আরো ২৫০ মেট্রিক টন বীজ কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের প্রণোদনা কর্মসূচির মাধ্যমে কৃষকদের মাঝে বিতরণ করা হবে। অবশিষ্ট এক হাজার ৫১০ মেট্রিক টন পাটবীজ বিএডিসি ভর্তুকি মূল্যে কৃষকদের কাছে বিক্রি করবে।

এ জন্য পাটবীজ উৎপাদনে প্রতি কেজিতে ১০০ টাকা করে ভর্তুকি দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে। মোট ভর্তুকির পরিমাণ ধরা হয়েছে প্রায় ১৫ কোটি টাকা।

দেশীয় বীজ উৎপাদনে জোর : সভায় বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক ড. নার্গীস আক্তার জানান, প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা অনুযায়ী বীজ আমদানি কমিয়ে দেশীয় উৎপাদন বাড়ানোর দিকে গুরুত্ব দিতে হবে। বিশেষ করে উন্নত জাতের তোষা পাটের বীজ উৎপাদন বাড়ানোর ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া সভায় কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক কৃষিবিদ মো. আব্দুর রহিম বলেন, অনেক সময় কৃষক পর্যায়ে উৎপাদিত বীজ মানসম্মত না হওয়ায় ফসল উৎপাদনে সমস্যা দেখা দেয়। তাই বিএডিসিকে উন্নতমানের বীজ উৎপাদনে আরো গুরুত্ব দিতে হবে।

বেসরকারি খাতকে সম্পৃক্ত করার সিদ্ধান্ত : সভায় বেসরকারি বীজ কম্পানিগুলোকেও বীজ উৎপাদন ব্যবস্থার সঙ্গে আরো সম্পৃক্ত করার পক্ষে মত আসে। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, উন্নত জাতের ধানের ব্রিডার বীজ বেসরকারি উদ্যোক্তাদের দেওয়া হবে, যাতে তাঁরা বাণিজ্যিকভাবে বীজ উৎপাদন করতে পারেন। এই লক্ষ্যে ব্রি উদ্ভাবিত ব্রি ধান৯৮ জাতের এক হাজার কেজি ব্রিডার বীজ বেসরকারি উদ্যোক্তাদের সরবরাহ করার সিদ্ধান্ত হয়েছে। বিএডিসি এই বীজ উৎপাদনে ঘাটতি হলে তা নিজস্ব খামারে উৎপাদিত ভিত্তি বীজ থেকে পূরণ করবে।

সংকলিত: দৈনিক কালের কণ্ঠ
১৮ মার্চ ২০২৬

জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় মাসের কৃষি

জ্যৈষ্ঠ মাসে কৃষিতে করণীয়:

ধান: চাষী ভাইয়েরা, আশা করি এ মাসের প্রথমার্ধে বোরো ধান কাটা শেষ করেছেন। ধান কেটে জাগ দিয়ে বা গাদা করে না রেখে পরিষ্কার শুকনো উঠানে থ্রেসার দিয়ে মাড়াই করে দ্রুত শুকিয়ে নিলে বীজ ও ধানের রঙ ও মান ভাল থাকে। এতে বাজারে ভাল দাম পাওয়া যায়। গরু দিয়ে না মাড়িয়ে ব্রি উদ্ভাবিত থ্রেসার দিয়ে ধান মাড়াই করলে শ্রমিক খরচ অনেক সাশ্রয় করা সম্ভব। নিচ জমিতে যেখানে বন্যার পানি হয় সেখানে বোরো চাষ করে থাকলে ধান কাটার আগে বা পরে জলি আমন ধান ছিটিয়ে দিন। এতে বিনা পরিশ্রমে অতিরিক্ত একটি ফসল পাওয়া যাবে। এ মাসের প্রথম দিকে আউশ ধানের চারা রোপন করা যায়। আগে লাগানো আউশ ক্ষেতের আগাছা নিড়ানী দিতে হবে। আউশ ধানের আগাছা অন্য যে কোন ফসল থেকে বেশি হয় বিধায় আগাছা নিধনে বিশেষ নজর দিতে হবে। নিড়ানো শেষে জমির উর্বরতার ধরণ বুঝে সারের উপরিপ্রয়োগ করুন। সঠিক পদ্ধতি ব্যবহার করে পোকা দমনের ব্যবস্থা নিন। জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষ সপ্তাহ হতে আমন ধানের বীজ তলা তৈরির কাজ শুরু করা যেতে পারে। আসন্ন আমন মৌসুমে কি ধরণের জাত চাষ করবেন এখনই তার বীজ বিশ্বস্ত উৎস হতে সংগ্রহ করে ঝেড়ে রোদ দিয়ে রাখুন। আমনের উচ্চ ফলনশীল জাতের মধ্যে বিআর ১০, বিআর ১১, ব্রি ধান৩০, ব্রি ধান৩৪, ব্রি ধান৪১, ব্রি ধান৪৯, বিনাধান-৭ ভাল ফলন দেয়।

পাট: পাটের জমিতে এ সময় আগাছা পরিষ্কার করতে হবে। জমিতে সুস্থ সবল চারা রেখে অতিরিক্ত চারা পাতলা করে দিতে হবে। ফাল্গুনী তোষা পাটের বয়স দেড় মাস হলে একর প্রতি ৪০ কেজি ইউরিয়া উপরিপ্রয়োগ করলে ভাল ফলন পাওয়া যায়। এ সমস্ত জমিতে বিছা পোকা ও ঘোড়া পোকা আক্রমন করতে পারে। ডিমের গাদা কীড়ার দলা সংগ্রহ করে মেরে ফেলতে হবে। পরিবেশ রক্ষার্থে কীটনাশক যত কম ব্যবহার করা যায় ততই ভাল।

ডাল ও তৈল: বাদাম, সয়াবিন, ফেলন, তিল ও মুগ ফসল পরিপক্ক হলেই সংগ্রহ করে ফেলতে হবে। পরিপক্ক ফসল কেটে এনে ভাল ভাবে শুকিয়ে মাড়াই করলে বীজের মান ভাল থাকে। কম শুকানো অবস্থায় মাড়াই করলে আঘাতজনিত কারণে বীজের অংকুরোদগম ক্ষমতা ও জীবনী শক্তি কমে যায়। সংগৃহীত বীজ ভাল করে শুকিয়ে আদ্রতা ৯-১০ শতাংশ এনে বায়ুবদ্ধ পরিষ্কার পাত্রে বীজ সংরক্ষণ করতে হবে।

ফলমূল: আম, জাম, লিচু, কাঁঠালসহ অসংখ্য ফল পাওয়া যায় বলে এ মাসকে মধু মাস বলে। মৌসুমী ফল গুলো পচনশীল বলে এগুলো সংগ্রহ করার সময় সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে যাতে ফলের গায়ে কোন আঘাত বা আঁচড় না লাগে। ফল সংগ্রহ করে পঁচা ও নিম্নমানের ফল আলাদা করে কাঠের বা কাগজের বাক্স বা প্লাস্টিকের ঝুড়িতে ফল বাজারজাত করতে হবে। এতে সংরক্ষণকাল বৃদ্ধি পায়।

শাক সবজি: বৈশাখে লাগানো ঢেঁড়শ, বেগুন, করলা, ঝিংগা, ধুন্দল, চিচিঙ্গা, শসা, ওলকচু, পটল, কাকরোল, মিষ্টিকুমড়া, লালশাক, পুঁইশাক ও অন্যান্য সবজির যত্ন নিন। লতানো গাছে মাচা দেয়ার ব্যবস্থা করুন। গোড়া পরিষ্কার করে প্রয়োজনীয় সার ব্যবহার করুন। গাছের গুড়ি হতে একটু দূরত্বে মাটিতে সার প্রয়োগ করতে হবে। জ্যৈষ্ঠ মাসেও উপর্যুক্ত সবজির আবাদ শুরু করতে পারেন।

আষাঢ় মাসে কৃষিতে করণীয়:

ধান: সময়মতো রবি ফসলের আবাদ করতে চাইলে আষাঢ়ের প্রথম সপ্তাহেই বীজ তলায় আমন বীজ বপন করতে হবে। বন্যার পানিতে তলিয়ে যায় না এমন জমি বীজ তলার জন্য নির্বাচন করতে হবে। ১ মিটার চওড়া প্রয়োজন মত লম্বা প্লটে থকে থকে কাদা করে বীজ তলা তৈরি করতে হবে। অতিরিক্ত পানি নিষ্কাশনের জন্য পাশাপাশি দুটি প্লটের মধ্যে ০.২৫ মিটার চওড়া ৬ ইঞ্চি নালা রাখতে হবে। এ ভাবে তৈরি বীজ তলায় সুস্থ সবল, বালাইমুক্ত ৮০% গজানো ক্ষমতাসম্পন্ন আমন বীজ বিশ্বস্ত উৎস হতে সরবরাহ করে ৮০-১০০ গ্রাম/বর্গমিটার হারে ছিটিয়ে বুনতে হবে। ভাল চারা পেতে হলে প্রতি বর্গমিটার বীজ তলার জন্য ২ কেজি গোবর, ১০ গ্রাম ইউরিয়া, ১০ গ্রাম টিএসপি ও ১০ গ্রাম জিপসাম ব্যবহার করতে হবে। যে কোন সময় বর্ষা আসতে পারে বিধায় আউশ ধান ৮০% পেকে গেলেই কেটে দ্রুত মাড়াই-ঝাড়াই ও শুকিয়ে ফেলতে হবে। আউশ ধানের চিড়া-মুড়ি সুস্বাদু ও বাজারে চাহিদা থাকায় চাষি ভাই এ কাজে একটু কৌশল খাটিয়ে ভাল লাভ করতে পারেন।

পাট: পাটের জমিতে এ সময় বিছা পোকা, ঘোড়া পোকা, চেলে পোকা, ক্ষুদে মাকড়সা এবং পাতায় হলদে রোগসহ নানাবিধ সমস্যা দেখা দিতে পারে। ডিমের গাদা বা ছোট লার্ভা সমেত পাতা সংগ্রহ করে নষ্ট করে দিতে হবে। পোকা দমনে সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা নিতে হবে। তবে যেখানে বন্যার পানি বেশি হয় সেখানে তার আগেই পাট কাটা যেতে পারে।

ভুট্টা: পরিপক্ক হবার পর খরিফ-১ এ লাগানো ভুট্টার মোচা সংগ্রহ করা যায়। রোদ না থাকলে সংগৃহীত ভুট্টার মোচা কেটে ঘরের বারান্দায় বা ভেতরে ঝুলিয়ে রাখতে হবে এবং পরে রোদ হলে শুকিয়ে পরবর্তী ব্যবস্থা নিতে হবে।

শাক-সবজি: গ্রীষ্মে লাগানো ডাঁটা, পুই, ঝিঙ্গা, শসা, কুমড়ো, চিচিঙ্গা, কাকরোল ইত্যাদি সবজির বাড়ন্ত লতায় প্রয়োজনীয় মাচা দিতে হবে। গোড়া পরিষ্কার করে মাটি দিতে হবে যাতে পানিতে শেকর ভেসে না যায়। মনে রাখতে হবে, লতানো সবজির গাত্র বৃদ্ধি যত বেশি হবে তার ফুল ফল ধারণক্ষমতা তত কমে যাবে। সে জন্য বেশি বৃদ্ধিসম্পন্ন লতার/গাছের ১৫-২০ শতাংশ লতা-পাতা কেটে দিলে তাড়াতাড়ি ফুল ফল ধরে।

চিত্রে বিএডিসি'র কার্যক্রম

দেশব্যাপী নদী-নালা-খাল, জলাধার খনন ও পুনঃখনন কর্মসূচির আওতায় বিএডিসি'র বি-স্টং প্রকল্পের মাধ্যমে বাস্তবায়নাধীন নোয়াখালী জেলার সদর উপজেলার পেটকাটা খাল পুনঃখনন কাজের উদ্বোধন উপলক্ষ্যে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর জনপ্রশাসন উপদেষ্টা (মন্ত্রীর পদমর্যাদা) জনাব মোঃ ইসমাইল জবিউল্লাহ

খুলনার তেরখাদায় বিএডিসি'র মাধ্যমে বাস্তবায়নাধীন বাঘাশিয়া খাল পুনঃখনন কাজের উদ্বোধন করছেন মাননীয় সংসদ সদস্য জনাব এস.কে আজিজুল বারী হেলাল

টাঙ্গাইলের মধুপুরে বিএডিসি ট্রেনিং ইনস্টিটিউট চত্বরে গাছের চারা রোপন করে ফটোসেশনে অংশগ্রহণ করছেন বিএডিসি'র চেয়ারম্যান জনাব মোঃ আজিজুল ইসলাম

দেশব্যাপী নদী-নালা-খাল, জলাধার খনন ও পুনঃখনন কর্মসূচির আওতায় বিএডিসি'র বি-স্টং প্রকল্পের মাধ্যমে বাস্তবায়নাধীন কুমিল্লা জেলার লালমাই উপজেলার ডাকাতিয়া নদীর শাখা খাল পুনঃখনন কাজের উদ্বোধন উপলক্ষ্যে প্রধান অতিথি হিসেবে মঞ্চে উপবিষ্ট মাননীয় কৃষিমন্ত্রী জনাব মোহাম্মদ আমিন উর রশিদ

টাঙ্গাইলের মধুপুরে গমবীজ ফসলের গ্রো-আউট টেস্ট মূল্যায়ন মাঠ দিবস-২০২৬ উপলক্ষ্যে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন বিএডিসি'র চেয়ারম্যান জনাব মোঃ আজিজুল ইসলাম

বিএডিসি'র সদর দপ্তর কৃষি ভবনের সেমিনার হলে ২০২৬-২৭ বিতরণবর্ষের আমন ধানবীজ বিক্রি ত্বরান্বিত, গতিশীল ও সমুদয় বীজ বিক্রি করার কৌশল সম্পর্কিত কর্মশালা-২০২৬ এ পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন দেখছেন সদস্য পরিচালক (বীজ ও উদ্যান) জনাব মোঃ মজিবর রহমান

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বৃক্ষরোপণ মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে আসুন আমরা সকলেই বৃক্ষরোপণ করি।

কেন গাছ লাগাবেন ?

একটি গাছ এক বছরে ঠিক ততটাই কার্বন শোষণ করতে পারে, যতটা একটি গাড়ি ২৬,০০০ মাইল চলার ফলে উৎপন্ন করে।

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন এর পক্ষে জনসংযোগ কর্মকর্তার তত্ত্বাবধানে জনসংযোগ বিভাগ, ৪৯-৫১ দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা থেকে প্রকাশিত।
ফোন : ২২৩৩৫৭৬৮৫, ইমেল : prdbadc@gmail.com, ওয়েবসাইট : www.badc.gov.bd, এম. এ. প্রিন্টিং সলিউশন, ১১২/২ ফকিরাপুল, ঢাকা থেকে মুদ্রিত।